www.banglainternet.com

Mir Mosharraf Hossain

Jamidar Darpan

(play/1873)

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

হায়ওয়ান আলী	–	জমীদার
সিরাজ আলী	–	জমীদারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা
আবু মোল্লা	–	অধীনস্থ প্রজা
জামাল প্রভৃতি	–	জমীদারের চাকর
		সাক্ষীদ্বয়
আরজান ব্যাপারী	–	জুরি

নট, সূত্রধার, মোসাহেব চারিজন, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ডাক্তার সাহেব, ইন্‌স্‌পেক্টর, কোর্ট-সাব-ইনস্পেক্টর, উকিল, মোক্তার, পেস্কার, কনস্টেবল, চাষা, আরদালী, দর্শকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নূরন্নেহার	–	আবু মোল্লার স্ত্রী
আমিরন	–	আবু মোল্লার ভগ্নী
কৃষ্ণমণি		
নটী		

প্রস্তাবনা

(সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র —(পদচারণ করিতে করিতে)
হা ধর্ম! তোমার ধর্ম লুকালো ভারতে;
জমীদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে!
পাতকীর কর্মদোষে হলে পাপ ভাগী
পাপীরা ধনের মদে না মানে তোমায়—
না মানে যেমন বাঁধ স্রোতস্বতী নদী,
দ্রুত বেগে চলে যায়, ভাঙ্গিয়া দুকূল।
রাজ-প্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম,
জমীদার! রাজরূপে পালক প্রজার
সর্ব নর ধন প্রাণ মান রক্ষাকারী।
সেই হেতু রাজবিধি দিয়াছে পদবী।
রবি যথা নিজ রশ্মি বিতরি শশীরে
করেন শীতল করে ভুবন শীতল,
সে পদবী হীন পদে শোষিছে মেদিনী,
শোষে যথা চৈত্র মাসে খর প্রভাকর
নদনদী জলাশয় খরতর করে।
কি কুদিনে আজি আমি প্রবেশি এ দেশে,
স্মরিয়া বিদরে বুক নিকলে নিশ্বাসে—
ঘন শ্বাসে দহে প্রাণ জলন্ত আগুন,
তুষানলে জ্বলে তথা ঢাকা হুতাশন—
ধিক্ ধিক্ গুমে গুমে না হয় প্রকাশ—
সেইরূপ দহিতেছে আমার অন্তর।

[নটের প্রবেশ]

নট —একা একা পাগলের মত কি বলছেন?
সূত্র —কেন? অন্যায় কি বলেছি, সত্য বলতে ভয় কি?
নট —আমি সত্য-অসত্যের কথা বলছি নে, ভয়ের কথাও বলছি নে, বলি কথাটা কি?

banglainternet.com banglainternet.com

সূত্র —কথা এমন কিছু নয়। কলিকালের প্রজারা মহা সুখে আছে। কলিরাজও প্রজার সুখ চিন্তায় সর্বদা ব্যস্ত; কিসে প্রজার হিত হবে, কিসে সুখে থাকবে এরি সন্ধান কর্চ্ছেন। কিন্তু চক্ষের আড়ালে দুর্বলের প্রতি সবলেরা যে কত অত্যাচার, কত দৌরাত্ম্য কর্চ্ছে তার খোঁজ খবর নেই।

নট —কেন, এ আপনার নিতান্তই ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী, দুঃখী, সকলি সমান! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া! আজকাল আবার দীন দুঃখীদের প্রতিই বেশ টান্!

সূত্র —(ক্ষণকাল নিস্তব্ধ) আচ্ছা, মফস্বলে এক রকম জান্ওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ শহরেও বাস করে, শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর! শহরে তাদের কেউ চেনে না, মফস্বলে দোহাই ফেরে। শহরে কেউ কেউ জানে যে, এ জানওয়ার বড় শান্ত—বড় ধীর, বড় নম্র ; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি, জান্ওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে একেবারে বাঘ হয়ে বসে।

নট —কি কথাই বল্লেন, বাঘ বুঝি আর জানওয়ার নয়?

সূত্র —আপনি বুঝতে পারেন নাই। এ জানওয়ারদের চারখানা পাও নাই আর ল্যাজও নাই। এরা খাসা পোষাক পরে, দিব্বি সরু চালের ভাত খায়। সাড়ে তিনহাত পুরু গদীতে বসে খোসামোদে কুকুররাও গদীর আশে-পাশে ল্যাজগুড়িয়ে ঘিরে বসে থাকে। কিছুরই অভাব নাই, যা মনে হচ্ছে তাই কর্চ্ছে। বিনা পরিশ্রমে স্বচ্ছন্দে মনের সুখে কাল কাটাচ্ছে। জানওয়ারেরা অপমান ভয়ে নিজে কোন কার্যই করে না। ভগবান তাদের হাত পা দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে সকলই অকেজো। দিব্বি পা আছে অথচ হাঁটবার শক্তি নেই! দেখতে খাসা হাত কিন্তু খাদ্য সামগ্রী হাতে করে মুখে তুলতেও কষ্ট হয়! কি করে? আহারের সামগ্রী প্রায় চাকরেই চিবিয়ে দেয়! এরা আবার দুই দল।

নট —দল আবার কেমন?

সূত্র —যেমন হিন্দু আর মুসলমান।

নট —ঠিক বলেছেন। ঐ দলের এক জানওয়ার যে কি কুকাণ্ড করেছিল, সে কথা মনে হলে এখনও পিলে চমকে ওঠে—এখনও চক্ষে জল এসে পড়ে। উঃ কি ভয়ানক!

সূত্র —এখন পথে এস। আমিও তাই বলছি।

নট —থাক, ও সকল কথা বলে আর কাজ নাই, কি জানি—

সূত্র —কেন বলব না? আপনি তো বলেছিলেন, যদি কোনো দিন ভগবান দিন দেন, তবে মনের কথা বলবো। আজ আমাদের সেই শুভ দিন হয়েছে!

নট —কি করে?

সূত্র —একবার ওদিকে চেয়ে দেখুন না!

নট —(চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া) তবে আমাদের আজ পরম ভাগ্য।

সূত্র —আর বিলম্বে কাজ নাই। আমাদের চির-মনোসাধ আজ পূর্ণ করবো। যত কথা মনে আছে সকলি বল্‌বো! এমন দিন আর হবে না। কপালে যা থাকে জানওয়ারদের এক দলের নক্সা এই রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করতেই হবে!

নট —তাইতো ভাবছি, কোন্ নক্সা অবিকল কে তুলেছে সেইটি ভাল করে বেছে নিতে হবে।

সূত্র —আপনি শুনেন নাই "জমীদার দর্পণ নাটক" যে নক্সাটি এঁকেছে, তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।

নট —তবে আর কথা নাই, আসুন তারই যোগাড় করা যাক!

[উভয়ের প্রস্থান]

[পুষ্পাঞ্জলে করিয়া নটীর প্রবেশ]

নটী —বেশ্, ইনি তো মন্দ নন্। আমায় ডেকে আবার কোথায় গেলেন? পুরুষের মন পাওয়া ভার। নারী জাতকে ঠকাতে পারলে আর কসুর নেই। তা যাক, আমি আর খুঁজে বেড়াতে পারিনে। এই আসরে মালা গেথে নেই।

[উপবেশন এবং মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সঙ্গীত।]

(রাগিণী মল্লার—তাল আড়া)

পাষাণ সমান প্রাণ পুরুষ নিদয় অতি।
মনে এক মুখে আর— ভিন্ন ভাব অন্যমতি॥
কত কথার কত ছলে, রমণীরে কত ছলে,
হাসি হাসি কত কথা বলে, মজায় অবলা জাতি।
নিত্য নব রসে মন, বসে মন আকিঞ্চন,
দ্বিপদ ষট্, পদগুণ, কি হবে এদের গতি॥
এই মালা নিয়ে আজ আমোদ করবো।

banglainternet.com banglainternet.com

[নটের প্রবেশ]

নট —প্রিয়ে! সকলই তো বলেছি আর ওদিকেও সকল যোগাড় করে এলুম! এখন আর বিলম্ব কি; আর কথাই বা কি?

নটী —না, আমার কোন কথা নাই। আপনি যা মানস করেছেন, আমি কি আর তাতে কোনো বাধা দেই? দেখুন আমি মনের সাধে এই মালাছড়াটি গেঁথেছি। এই হাতে ঐ গলে পরাব বলে ইচ্ছে হচ্ছে।

নট —(সহাস্যে) একবার পরিয়েছ, আবার কেন?

নটী —(মৃদু হাস্যে) এও এক সুখ!

নট —প্রিয়ে। মালাতো পরালে এখন একটি গান গাও।

নটী —আর কি গান গাইব? মনের কথাই বলি, কিন্তু আপনি না বল্লে আমি বলবো না।

নটী —তাতে আর ক্ষতি কি?

উভয়ের সঙ্গীত

[লক্ষ্ণৌয়ের সুর—তাল কাওয়ালী]

মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার।
কতজনে করে, করে জমীদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে, কিছু নাহি কহে
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥
জমীদর ধরে জরিমানা করে
মনো সাধ পুরে, নাশিছে প্রজার।
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার—
[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে সঙ্গীত

[রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী]

ওরে প্রাণ মিলন সলিল কর দান
যায় যায় যায় প্রাণ, ওষ্ঠাগত হলো প্রাণ
বিনে প্রেম বারি পান।
মন প্রাণ সব সঁপেছি হেরে ও বয়ান
তবে কেন হেন জনে হান প্রিয় বিষবাণ?

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব আসীন)

হায় —দেখেছো?

প্র মো —হুজুর দেখেছি।

হায় —কেমন?

প্র মো —সে কি আর বলতে হয়, অমন আর দুটি নাই!

হায় —কিন্তু ভারি চালাক, কিছুতেই পড়ছে না।

প্র মো —(সহাস্যে) সে কি? সামান্য স্ত্রীলোক কিছুতেই পড়ে না।

হায় —তোমরা বোধকর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধ হয় সেটি অসামান্য!

প্র মো —অন্য লোভ কিছু দেখিয়েছেন?

হায় —টাকার লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না!

প্র মো —ওর স্বামীও তো এমন সুশ্রী পুরুষ নয়, যে তাতেই ভুলে রয়েছে।

হায় — না, তাই বা কি করে? আবু মোল্লা নব কার্তিক! বিধির নির্বন্ধ দেখ, চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয়? "হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!"

প্র মো —(ক্রোধে) কি আর বলবো। যদি আমার হাতে পড়তো তবে দেখতে পেতেন কি কৌশলে হাত কর্তুম। শুধু টাকাতেও হয় না, কথাতেও হয় না, পায়ে ধল্লেও হয় না; হওয়ার আরও উপায় আছে; একদিন—

হায় —আমি যে না বুঝি তা নয়। যে কাজ তাতো জানতেই পাচ্ছো, তায় আবার যদি বলপূর্বক করা হয়, সে আরও অন্যায়। অর্থের লোভ দেখিয়ে কি অন্য কোনো কৌশলে হলে সকল দিকই বজায় থাকে। আমি আজ মনে মনে যে কারিকুরি এঁচেছি, সেটা পরখ করে দেখে যদি না হয়, শেষে অন্য উপায়—

প্র মো — কি এঁচেছেন হুজুর!

banglainternet.com banglainternet.com

হায়	—একটা ভান করে মোল্লাকে ধরে আনা যাক। এদিকে একটু নরম গরম আরম্ভ করে ওদিকে কৃষ্ণমণিকে পাঠিয়ে দেই। সে গিয়ে বলুক যে, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার বৈঠকখানায় গে' দেখা কর, সব গোল চুকে যায়।

প্র মো	— বেশ যুক্তি হোয়েছে হুজুর, বেশ যুক্তি হোয়েছে। এখনই চার পাঁচজন সর্দ্দার পাঠিয়ে মোল্লাকে ধরে আনা যাক, তা হোলে আজ রাত্রেই—

হায়	—আজ রাত্রেই?

প্র মো	—রাত্রেই—এখনি—

হায়	—যেদিন তারে দেখিছি, যেদিন হোতেই সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান, —যেন উন্মত্ত! (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) ওরে জামাল!

[সর্দার-বেশ, জামালের প্রবেশ]

জামা	—(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান।) হুজুর—

হায়	—আর সকলে কোথায়?

জামা	—(যোড় হস্তে) সকলেই দেউড়িতে হুজুর।

হায়	— পাঁচ আদমী যাও, আবুকো পাকড় লাও, আবি লাও।

জামা	—যো হুজুর।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান]

হায়	—দেখা যাক! ফাঁদতো পাতলেম; এখন কি হয়। যদি এতেও বিফল হয়, হবে যা মনে আছে তাই! (মৃদুস্বরে) সাবেক আমল হলে কোন দিন কাজ শেষ করে দিতুম। তা কি বলবো। এখনকার আইন খারাপ! মনের দুঃখ মনেই রয়ে গেল; তা দেখি যদি এতেও না হয়, তবে—

প্র মো	—বোধ হয় এইবারেই হবে। আর অন্য চেষ্টা কর্তে হবে না। এইবারেই হবে।

হায়	— কৈ তা হয় ? কমাস হোলো কত চেষ্টা করিছি, কত হাঁটা-হাঁটি করিছি, কৈ কিছুই তো হয় না। (দীর্ঘ নিশ্বাস)

প্র মো	—অধঃপাতে গেছেন! আপনাদের পূর্ব-পুরুষের মতন তেজ থাকলে এত দিন কবে হয়ে যেত!

হায়	— ওহে, আমাদের তেজ না আছে এমন নয়, আমরা যে কিছু না কর্তে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংরেজি আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা!

প্র মো	— সে রাজাও এদেশে নাই।

হায়	—এক রকম সত্য বটে, আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।

প্র মো	— হুজুর যে ফন্দী এঁচেছেন, এতেই সব কাজ সিদ্ধ হবে এখন—

[নেপথ্যে আজান দান, নামাজ পড়িবার পূর্বে কর্ণকুহরে অঙ্গুলী দিয়া উচ্চৈঃস্বর।]

"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহ ইল্লল্লাহ্, আশ্‌হাদো আল্‌লা এলাহা ইল্লল্লাহ্, আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্। আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্। হাইয়া আলাস সালাহ্, হাইয়া আলাল ফালাহ্। আল্লাহু আকবর,আল্লাহু আকবর। লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্।"

হায়	—নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি। ততক্ষণে হারামজাদাকে ধরে আনুক। (গাত্রোত্থান)

[উভয়ের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

নেপথ্যে গান

[রাগিণী সিন্ধু—তাল জৎ]

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি?
মধু মাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্মবেশী তার অধর্মেতে ভয় কি?
সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের, অন্তঃকালে হবে কি?

banglainternet.com banglainternet.com

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার বাহির বাটির ঘর

(সর্দারগণ-বেষ্টিত দণ্ডায়মান আবু মোল্লা)

আবু — (কাতর স্বরে পাট জড়াইতে জড়াইতে) আপনারা বসুন, চাদরখান নিয়ে আসি ; মনিব ডেকেছেন না গিয়ে বাঁচতে পারি?

জামা — নেওয়াতী রাখ্, তোর নেওয়াতী রাখ্ , মান রাখতে পারিস একটু দাঁড়াই। নৈলে চল্ (গলা ধাক্কা।)

আবু —(সক্রন্দনে) দোহাই আপনাদের চাদরখান আনি। আমি কোমর খোলাই দিচ্ছি। অপমান করো না।

জামা —রাখ্ তোর চাদর, দিবি তো দে আগে দে।

আবু — কিঞ্চিৎ কোমর খোলাই দিচ্ছি।

জামা —দিচ্ছি কি? ক' টাকা দিবি? আগে টাকা আন্, তবে বসবো, তোর কথায় বসবো? তেরা বাত্‌মে বায়ঠেগা? চল্ (গলা ধাক্কা)—

আবু —দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি।

জামা —আন্ পাঁচ জনার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা আন্, বসছি। তা না দিস্, ঘাড়ে হাত দিয়ে কান মলতে মলতে কাছারি মুখো করবো। (ঘাড় ধারণ)

আবু —দোহাই খাঁ সাহেবরা, আমায় বে-ইজ্জত কোরবেন না, আমি কোমর খোলাই টাকা দিচ্ছি।

জামা —টাকা দিচ্ছিতো কত বারই বল্লি, টাকা আন্ না।

আবু —আমি নিতান্ত গরিব। (কোঁচার মুড়া হইতে এক টাকা ও কাছার মুড়া হইতে এক টাকা, এই টাকা লইয়া) আপনাদের পান খাবার জন্য এই দুটি টাকা।

জামা —(মোল্লার হাতে সজোরে আঘাত করিয়া টাকা ভূমিতে নিক্ষেপ) বেটা কি টাকা দেনেআলা! আমরা ভিক্ষে কর্তে এয়েছি? দুটো টাকা নেব? চল্ (ঘাড়ে হাত দিয়া পাক দেওন এবং পৃষ্ঠে চার পাঁচটা মুষ্ঠাঘাত)

আবু —দোহাই পেয়াদা সাহেব, আমি তাই দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।

[নেপথ্যে (অন্তরাল হইতে স্ত্রীলোকের হাতে তিনটি টাকা) ন্যাও আর কি কর্বে, যা কপালে ছিল তাই হলো।]

আবু —(হাত বাড়াইয়া ক্ষণকাল পরে) নেন এই পাঁচটি টাকাই নেন।

জামা —(টাকা হাতে করিয়া উপবেশন ও সঙ্গীগণের প্রতি) বসোহে বসো।

আবু —(তামাক সাজিতে সাজিতে) আমিতো কোন অপরাধ করি নি; তবে জুলুম কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোনো কথার মধ্যে যাইনে, কোনো হের-ফের বুঝি নে, (টিকায় ফুঁ দেওন) কেউ চড়া কথা বল্লে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন—সকলি নসিবের—(ভাবা হুকার কলিকা চড়াইয়া দান) একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করে না। আমি ভাল জানি নে, মন্দ জানি নে, আমার উপর পাঁচজন প্যায়দা! বাবা! কাকের উপর কামানের আওয়াজ! (গাত্রোত্থান ও যোড় করিয়া পশ্চিমদিকে ফিরিয়া) এ আল্লা, তুই জানিস্ আমি কোনো মন্দ করি নি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হক-না হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়? কথায় বলে, "রাজা বাদী, উত্তর নাদি!" আপনারা বসুন আমি চাদরখানা নিয়ে আসি!

জামা — না, তা কখনই হবে না—এই ভাবেই কাছারী নে' যাব। যেমন আছে তেমনি চল, হুকুম মত কাজ কর্তে হয়, এতো তোমার আমার ঘরাও কথা নয়, হুজুরের যে রাগ তাতে যে কি হবে তা খোদা জানেন আর তিনি জানেন।

আব —এমন ঘাট আমি কি করেছি? আপনারা কিছু শুনেছেন?

জামা — আমরা আর কি শুনবো? গেলেই শুনবে চলো!

[সকলের গাত্রোত্থান]

আবু —তবে চল কপালে যা থাকে তাই হবে!

[সকলের প্রস্থান]

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

[রাগিণী ঝিঁঝট খাম্বাজ—তাল আড়া ঠেকা]

সুখী বলে কোন জন?
অধীনতা পাশে বাঁধা যাদেরি চরণ ॥
ক্ষমতা হোলো না আর করি পদ অগ্রসর
দেখি আসি একবার, প্রেয়সী বদন ॥
দু'জন দু'হাত ধরে, লয়ে যায় জোর করে
কেহ মিছে রোষ ভরে, মারে অকারণ ॥
দেখিলে চক্ষের পরে কেমন প্রভুত্ব করে
আনিতে দিলানা মোরে আমারি বসন ॥

banglainternet.com banglainternet.com

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হায়ওয়ান আলীর বৈঠক খানা।

(হায়ওয়ান আলীর মোসাহেবদের সহিত তাস-ক্রীড়া। হায়ওয়ান আলী ও প্রথম মোসাহেব একদিকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোসাহেব অপর দিকে।)

হায় —(তাস দেখিতে দেখিতে) বিস্তি নাই?

দ্বি মো —কি বড়?

হায় —বিবি বড়!

দ্বি মো —প্রত্যেক হাতেই যে বিবি বড়! আপনার নিকট বিবির বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাচ্ছি! বিবি যে আর ছাড়ে না!

হায় —বিবি ছাড়ে বৈকি, সাএবই ছাড়ে না! খেলনা। দেখুন দেখি সেই বিবির জন্য কত খানা হয়ে যাচ্ছে কৈ একবারও সায়েবের পানে ফিরেও তাকায় না! রঙের দশ আমার।

দ্বি মো —আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে।

হায় —সে যথার্থ, কিন্তু ভাই আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যার জন্য আহার-নিদ্রা একেবারে ত্যাগ, পূর্বে যে বড় ভালবাসার ছিল, তাকেও আর দেখতে ইচ্ছে করে না। বলবো কি, জীয়ন্তে মরার যাতনা ভোগ কর্চ্ছি। অদৃষ্টের এমন দোষ যে সে আমার নামও শুনতে পারে না! কাবার বিস্তি!

দ্বি মো —(তৃতীয় মোসাহেবের প্রতি) দেখে খেলেহো দেখে খেলো! গোচ বড় ভাল নয়!

প্র মো —কাবার ইস্তক!

দ্বি মো —তবে ঠকলেম!

তৃ মো —কাজেই ওঁদের পড়তা পড়েছে? পড়তা পলে এই হয়! (গান) "পড়তা ছিল ভাল যখন, ফি হাতে হন্দর তখন, মেরে তাস করিতাম হতলো?" এই টেক্কা হাতের পাঁচ আমার!

হায় —হাতের পাঁচ মিলে কি হবে, ওদিকে যে চার কুড়ি সাত দেখাতে হবে। আর এই বারেই পঞ্জা (১ম মোসাহেবের প্রতি) ওহে একখানা কাগজ ধর (তাস একত্রে করিয়া সম্মুখে ধারণ) কাটুন দেখি।

দ্বি মো —(হস্ত বাড়াইয়া) এই নিন গোলাম কেটেছি, আর পাল্লেম না, গোলামেই সব হবে।

হায় —কি হবে? এত ভয় কেন?

দ্বি মো —আবার ভয় কেন? সব হবে—গোলামেই সব হবে।

হায় —ওহে! আমরা সাধে জিতছি, আমাদের যাত্রা ভাল; ওদিগের খবর শুনেছ তো?

দ্বি মো —কতক কতক! কৈ এতক্ষণও যে আন্‌ছে না? বোধ হয় পালিয়েছে!

হায় —পালাবে কোথায়? একটু বসোনা, এখনি দেখতে পাবে।

তৃ মো —দেখ্‌বে, এই দেখ (তাস নিক্ষেপ) হন্দর হয়েছে!

হায় —এমন সময় এমন কাজ কল্লে? হাতে না তুলতেই হন্দর—

প্র মো —(দূরে সর্দারগণকে দেখিয়া)—ঐ আবুকে আন্‌ছে।

হায় —চুপ কর, ওদিকে তাকিও না—এইবারে খেলাটা হোয়ে যাক্।

(সর্দারগণ-বেষ্টিত আবুর প্রবেশ)

আবু —(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

জামা —হুজুর!—আবু হাজির।

হায় —কাঁহা হ্যায়? পঞ্চাশ! (হেট মুখে সক্রোধে) আরে আবু! তুই জানিস্ আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি?

আবু —(ভয়-কাতর স্বরে) হুজুর। আপনি সব কর্ত্তে পারেন; আপনি রাজা; জানজাহানের মালিক; মাল্লেও মার্তে পারেন; রাখলেও রাখতে পারেন!

হায় —তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা? আমার সঙ্গে অ-কৌশল? তুই ভেবেছিস কি? আমি তোকে সোজা কোর্বই কোর্ব! কাবার পঞ্চাশ—জামাল! হারামজাদাসে পঁচাশ-রোপেয়া, জ'রবানা আদা কর!

জামা —যো হুকুম!

আবু —(যোড় করে) হুজুর, আমি কি ঘাট করেছি?

হায় —চোপরাও হারামজাদা! আবতাক্ হাম্‌রা সাম্‌নে মুখোলকে বাৎ কাহতাহায়! আভি লে যাও! লে যাও! (ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে) ঘণ্টে কা দারমিয়ান রোপেয়া আদা কর।

জামা —(মোল্লার হাত ধরিয়া টান) চল্!

মোল্লা —খোদাবন্দ আমায় মাপ্ করুন।

হায় —মাপ ক্যা, এ্যা মাপ হ্যায় নাই! জামাল! ওকে চোদ্দ পোয়া করে মাথায় ইট চাপিয়ে দে, তা না হোলে ও ন্যাকা কখনও টাকা দেবে না!

জামা —(চোদ্দ পোয়া করণ)

আবু —খাঁ সাহেব আমার মাথায় ইটই দিন আর আমারে কবরেই দেন, আমায় দিয়ে এত টাকা হবে না। বাড়ি ঘর ছেড়ে দিলুম বেচে নিন!

হায় —হারামজাদা! আমি তোর ঘর বেচবো! তুই যেখান থেকে পারিস টাকা এনে দে। (সর্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ও মাথায় ইট দিলি নি।

[একজন সর্দারের প্রস্থান]

banglainternet.com banglainternet.com

আবু —হুজুর আমি বড় গরীব, কুপুষ্যিগলায়, বিষয় আশয় হুজুরের অজানা কি? এত টাকা কোথেকে জোটাই? দোহাই খোদাবন্দ! মাপ করুন!

প্র মো —কেন? তোমার কুপুষ্যি এমন কে?

দ্বি মো —আরে জান না, ছোট লোকের ঘরে যার একটু সুন্দরী বিবি তার এক পুষ্যিতেই একশ! নিত্যি-নতুন ফরমাস্—নিত্যি নতুন আব্দার!

প্র মো —ওর বিবি বুঝি খুব খুপসুরৎ?

দ্বি মো —উরির মধ্যে।

হায় —তবে অবশ্যি টাকা দিতে পার্বে। তার গয়নাই থাক, নগদই থাক, আর যার কাছ থেকেই হোক, টাকার তার অভাব কি? (ইট লইয়া সর্দারের প্রবেশ) দে ওর মাথায় চাপিয়ে দে!

(সর্দার কর্তৃক আবুর মাথায় ইট দেওন)

আবু —দোহাই সাহেব! আর সয় না, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি গে, ঘটি বাটি যা থাকে বেচে এনে দিচ্ছি! হুজুর কপালে যা ছিল, তাই হোলো! আমার কোন পুরুষেও এমন অপমান হই নি! এর চেয়ে মরণই ভাল!

হায় চোপরাও, চোপরাও। (মোসাহেবগণ প্রতি) কি বল আর খেলবে? না আর কাজ নেই! (চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি) আপনি একটা কথা শুনে যান!

চ মো —(নিকটে গিয়া) বলুন?

হায় —(কানে কানে প্রকাশ) এখনই যান, আর বিলম্ব করবেন না। গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন!

চ মো —যাচ্ছি!

হায় —যদি সুখবর আনতে পারেন তবে গাল ভরে চিনি দেব।

আবু —(চতুর্থ মোসাহেবের প্রতি—চুপে চুপে) কর্তা! আমার জন্যে একটু— আমি আপনারে (পাঁচ আঙ্গুলি প্রদর্শন) দেব!

চ মো —(হায়ওয়ান আলীর নিকট যাইয়া চুপি চুপি) আবু কি ততক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকবে? ও অবস্থায় রাখা আমার বিবেচনা হয় না।

হায় —(মৃদু স্বরে) আচ্ছা আপনি ওর জন্যে উপরোধ করুন, আপনার আসা পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হুকুম দিচ্ছি।

চ মো —(প্রকাশ্যে) দেখুন হুজুর! আবু আপনারই প্রজা, ওর ক্ষমতা কি যে আপনার অবাধ্য হয়? এখানে ওকে এ প্রকার কষ্ট দিলে তো টাকা পয়সা আদায় হবে না! জামিন নিয়ে ছেড়ে দিন, টাকার যোগাড় করে নিয়ে আসুক।

হায় —তা হবে না, আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি না। তবে আপনি বলেছেন, এ অবস্থায় না রেখে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেউড়িতে কয়েদ থাকুক! সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা মনে আছে তাই করবো; তখন আর কারও উপরোধ শুনবো না।

চ মো —আপনি সব করতে পারেন! আমার কথায় যে এই করেন এতেই কৃতার্থ হোলেম।

(প্রস্থান)

হায় —জামাল! আবুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়ে রাখ। সন্ধ্যার পর টাকা না দেয়, যা করতে হয় করবো। এখন দেউড়িতে নে'যা।

(জামাল, আবু মোল্লা ও সর্দারগণের প্রস্থান)

দ্বি মো —আমি এ ঠার ঠোর কিছুই বুঝতে পারছি না।

"সীতা নাড়ে আঙ্গুলী, বানরে নাড়ে মাথা
বুঝিতে না পারি নর বানরের কথা।"

হায় — বুঝবে কি, আজও যে গাল টিপলে দুধ পড়ে!

দ্বি মো —দুধ পড়ে তাতে ক্ষতি নেই, হুজুর কিন্তু বুঝে চলবেন, শেষে চক্ষের জল না পড়ে! তখন আর ঠারে ঠোরে বলা চলবে না। "ঠারে ঠোরে ইনিশ বিশ দাদার কড়ি"—
প্যাচ ঘটাতে সকলে পারে কিন্তু ম্যাও ধরবার বেলায় কেউ নেই।

হায় —(মুখের উপর হাত নাড়া দিয়া) অধিকারী মশায় চুপ করুন, আপনার আর ছড়া কাটতে হবে না।

দ্বি মো —চুপ কল্লেম বটে, কিন্তু আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। যাই করুন, আগে পাছে বিবেচনা করে করবেন।

হায় —সেজন্য আপনাকে বড় ভাবতে হবে না। আমি আপনার চেয়ে ভাল বুঝি— চল আড্ডায় যাওয়া যাক্!

দ্বি মো —গুলিতে যে হাড় কালি হোয়ে চল্ল!

হায় —চুপ কর হে চুপ কর; বেশি ব'কোনা, মাথা ঘুরবে।

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

banglainternet.com banglainternet.com

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার অন্দর বাড়ি

(নূরন্নেহার ও আমিরন আসীনা)

আমি —(কাঁথা সেলাই করিতে করিতে) আর কাঁদলে কি হবে। জমীদারের হাত কখনও এড়াতে পারবে না, টাকা দিতেই হবে।

নূর —পঞ্চাশ টাকা কোথায় পাব? আজ যে করে প্যায়দার কোমর খোলাই পাঁচ টাকা দিয়েছি তা আর কি বোল্‌বো! আর একটি পয়সারও ফিকির নাই, জিনিষপত্র ঘর কয়েকখানা বেচলে কিছু টাকা হোতে পারে। তা এ অবস্থায় কে-ইবা কিন্‌তে সাহস করে? টাকা না দিলেও তো রক্ষা নাই। আমি কি করবো? এত টাকা কোথায় পাব? তিনি কাছারিতে আটক রইলেন, আমি মেয়ে মানুষ কোথা থেকে এত টাকা দেবো? গরিব বলেও কি তার দয়া হোল না? পঞ্চাশ টাকা এক সাথেতো আমরা চক্ষেও দেখি নি। আজ আর কোথা হতে দেব।

আমি —না দিয়ে কি আর বাঁচবে? জরিমানা না দিয়ে যে অন্য কোনো হাকিমের মাটিতে পালাবে, মনের কোণেও সে কথা ঠাঁই দিয়ো না!

নূর —পালাব! সেতো পরের কথা, রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মারবে, কত বারই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই মনে পড়ছে! তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই (রোদন)। টাকার জন্য তাকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেল্‌বে।

আমি —মাটির হাকিমে মেরে ফেল্লে তুমি কি করবে? তাঁর নামে তো আর সাহেবদের কাছে নালিশ করতে পারবে না? নালিশ কল্লে এই হবে, একদিন তোমার ভিটেয় পুকুর করে দেবে। জমীদারের সঙ্গে কার কথা, সে কি না কর্ত্তে পারে।

নূর —পারেন বলে কি একেবারে মেরে ফেলবেন? এই কি জমীদারের বিচের, জমীদার বাপের সমান, কোথায় প্রজার ধন-প্রাণ-মান রক্ষা করবেন, ওমা তা গেলো মাটি চাপা! উল্টে দিনে ডাকাতি!

আমি —চুপ কর চুপ কর, ঐ কেষ্টমণি আসছে, যদি কিছু ওর কানে গে থাকে, তবে এখনই বলে দেবে। মাগো ওতো সামান্যি মেয়ে নয়!

নূর —তাইতো ও আবার আসছে কেন? ওকে দেখেই যে আমার প্রাণ উড়ে যায়!

(ঝোলা কক্ষে, ঘটি হস্তে কৃষ্ণমণির প্রবেশ)

কৃষ্ণ —"জয় রাধে কৃষ্ণ বল মন!"—যা ভিক্ষে দেওগো! ওমা তোমায় আজ এমন দেখছি কেন গো? কেঁদে কেঁদে দুটো চোখ যে একেবারে রাঙা করেছ, ওমা এ কি গো?

আমি —ও মরে গেছে, ওকি আর আছে। মোল্লাকে যে কাচারী ধরে নে গেছে, তুমি শোন নি?

কৃষ্ণ —দুই চোখের মাথা খাই মা! আমি কিছুই শুনি নি! ধরে নিয়ে গেছে সে কি? কেন, আবু তো দোষ করবার লোক নয়।

আমি —শুধু ধরে নিয়ে গেছে! ধরে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হেঁকেছে; আরও কত অপমান কচ্ছে, টাকার জন্য মাথায় ইট দিয়ে খাড়া করে নাকি রেখেছে! এদের তো ঘর কুড়ুলে পাঁচটা পয়সা বেরোবে না; এত টাকা কোথায় পাবে? এই কি হাকিমের বিচার?

কৃষ্ণ —(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আহ-হা, এত করেছে? হা কৃষ্ণ! কি করবে বাছা জমীদার দণ্ড করলে আর বাঁচবার উপায় নেই! টাকা দিতেই হবে—জমীদার টাকা নেবার জন্যে ধল্লে আর এড়ান নেই। তবে একে ভয়ও করতে হয়,—তার কথা শুনতে হয়, জমীদার আস্ত বাঘ।

নূর —দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে! এই কি তাঁর বিবেচনা? আমাদের দিন চলাই দায়, কোন কোন দিন উপোস করেও কাটাতে হয়, এতে যে বিনি দোষে এত টাকা জরিমানা কল্লেন, কোত্থেকে দেব? ঘর দোর ঘটি বাটি বেচলেও তো পঞ্চাশ টাকার অর্দ্ধেক হয় না। দেখ দেখি বাছা, এ তাঁর কেমন বিচার? হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াব? এরপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাকতো, তবে এর বিচের হোতো!

কৃষ্ণ —ওমা! হাকিম থাকলে করতে কি? জমীদারে হাত কদিন এড়াবে? হাকিম তো আর সকল সময় কাছে বসে থাকবেন না! জমীদার যখন মনে করবে তখন ধরে নিয়ে জরিবানার টাকা আদায় করবে। —মা। বেলা গেলো আর থাকতে পারি নে, একমুঠো ভিক্ষে দাও যাই, আর কি করবে মা! (দীর্ঘশ্বাস)

নূর —(ভিক্ষা আনিতে গমন)

কৃষ্ণ —(পশ্চাৎ যাইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান)

নূর —(ভিক্ষা লইয়া ভিখারিনীর ঘটিতে দান)

কৃষ্ণ —(ভিক্ষা লইতে লইতে)—চুপে চুপে শুন মা! জমীদারের হাত এড়াতে পারবে না, আমি শুনেছি তোমার জন্য একেবারে পাগল। দেখ না, একমাস হোল তোমার পাছেই লেগে আছে, তুমি মনে করলেই সব মিটে যায়!

banglainternet.com banglainternet.com

নূর —(সক্রন্দনে) আমি আবার কি মনে করবো!

কৃষ্ণ —আর এমন কিছু নয়, আজ রাত্রে যদি তাঁর বৈঠকখানায় যেতে পার, তা'হলে যত রাগ দেখছো একেবারে জল হয়ে যাবে! তুমি উল্টে আবার তার ডবল ঘরে আন্তে পারবে!

নূর —আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া) এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কর্ম করা উচিত? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্মের কাজ কর্বেন? এই কি তার ধর্ম?—এ বড় দারুণ কথা, আমা হোতে এমন কর্ম হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হোতে এমন কুকাজ হবে না-আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে মর্বো!

কৃষ্ণ —(জিভ কাটিয়া) সেও তো ভদ্রসন্তান, তায় আবার জমীদার, এ কথা কে শুনবে? কেউ জান্তে পারবে না! জান্লেও কার দুটো মাথা এ কথা মুখে আনে মা! তুমি রাজার রাজরানীর মত সুখে থাক্বে। দেখ জমীদার, সে কি-না করতে পারে? তোমায় ধরে নিয়ে যেতেও তো তার ক্ষ্যামতা আছে; জাবরান কল্লেও তো করতে পারে। সে যখন পণ করেছে তখন ছাড়বে না! তবে কেন অপমানে কুল মজাবে? মান থাকতে আগেই তার কাছে গিয়ে কাতর হয়ে পড়, আদর পাবে! তিনি যা বলেন তাইতে রাজী হওগে মা! তুমিই যে একা এ কাজ করছো তা তো নয়, জমীদারের নজরে পড়ে কত কোণের বৌ পজ্জন্ত এ কাজ করেছে। চৌধুরীদের কথা শোন নি? ওমা! তারা আস্ত ডাকাত! পাড়া পড়সী, জগত-কুটুম, পর্জার-ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার উপর নজর করেছে তারির মাথা খেয়েছে। কৈ কে তার কি করেছে? যে তার অবাধ্য হয়েছে তার ভিটেমাটিতে একেবারে উল্‌কুড় উঠিয়ে দিয়েছে! মা আমি তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, মানে মানে থাকাই ভাল, শেষে মানও যাবে আর জান্তেও পাচ্ছো—বুঝেছ—

নূর —বুঝেছি সব, কিন্তু সে কাজ আমি পার্বো না, জান থাকতে তো নয়! আগে আমায় খুন করুন, তারপর যা ইচ্ছে তাই করবেন। (ঘৃণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে শশব্যস্ত গমনোদ্যতা)।

কৃষ্ণ —দাঁড়াও না শু—

নূর —আমি শুনবো না (আমিরনের নিকট গমন)।

কৃষ্ণ —শুন্‌লেনা শুন্‌লেনা, আচ্ছা যাই আগে, খাঁ সাহেবের কাছে এই সতীপণার যা শুনাতে হয় তা হবে অকন। শেষে জানতে পার্বে আমি কেমন "কৃষ্ণমণি"।

(সক্রোধে প্রস্থান)

আমি —কৃষ্ণমণি হাত মুখ নেড়ে কি বলছিল বউ?

নূর —তোমার আর শুনে কাজ নেই। সে কথা আর মুখে আনবো না, ছি, ছি, বড় মানুষের এই আচরণ!

আমি —কি কথা, বল না শুনি?

নূর —তবে শোন। (কানে কানে প্রকাশ)

আমি —(গালে হাত দিয়া) এমন! তা হবেই তো; ওরা ছাগলের জাত! —পর্যন্ত পার পায় না! তুমি আমিতো ছার কথা! বলতেও লজ্জা করে বোন, শুনতেও লজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়, জমীদার হোলেই প্রায় একখুরে মাথা মুড়নো। কেউ চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন, ঘরের খবর চাকরেরাই জানে। যেখানে যান সেইখানেই মরেন, একদিনের জন্যও ছেড়ে থাকতে পারেন না। বাঈ! বাঈ! বাঈ! বাঈ বই দুনিয়াতে তাঁদের যেন আর কেউ নাই! এঁরাই আবার বড় লোক। সাএবদের কাছে বসতে পান, কত খাতির হয়, তাতেই আবার ন্যাজ ফুলে ফুলে ওঠে। সৎকাজের বেলায় এক পয়সা মা বাপ! কিন্তু ওদিকে কল্পতরু। চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিভ্ লক্ লক্ করে। সেই বাজারে মেয়েগুনো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু লজ্জা নাই। কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালী দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিনী, যুগিনী, চাড়ালনী, কল্নী, চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন, কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিণী নে উন্মত্ত; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন। তা বোন এদেশের জমীদারদের অনেকের দশাই তো এই। তা বলে আর কি করবে বল? যে গতিকে পারে তোমার মাথা খাবেই খাবে। ত এখন চল, ওদিকে—

নূর —ওদিকে আর তুমি কি বলবে ভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস) আমি আজ বুঝেছি। আজ মাসাবধি লোকের দ্বারায় কত রকমের কথার ঠারে কত লোভ দেখাচ্ছে। খাঁ সাহেবও বিকেলে সন্ধ্যার পর পর মিছি মিছি শিকারের ছুতো করে বাড়ির আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি আজ সকলি বুঝেছি। আমি যা যা বলেছি বোধ হয় কৃষ্ণমণি তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে বলবে, আমার কি হবে? আমি কোথায় পালাব? এখন যদি আমাকে ধরে নিয়ে যায় তবে আমার কি দশা হবে? কার কাছে গে এ বিপদ তেকে রক্ষা পাব? এমন কি কেউ নেই।

banglainternet.com banglainternet.com

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা)

আর কে আছে আমার
এ দুঃখ পাথারে কে বা হবে কর্ণধার?
যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমারি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখভাগী
বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার।
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্টজন দণ্ডকারী
তবে মাগো কেন হেরি, হেন অবিচার ?

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গুলির আড্ডা

(হায়ওয়ান আলী, মোসাহেব চারজন এবং একজন গুলিখোর আসীন)

হায় —ওহে বসো বসো, কেবলই টান্‌ছো, দু'একটা গল্প চলুক!

তৃ মো —হুজুর! গৌরী নদীর পুল বেঁধেছে—

প্র মো —বেঁধেছে বটে, তার ওপরে কলের গাড়িও চলেছে বটে, কিন্তু—

তৃ মো —(সক্রোধে) কিন্তু আবার কি?

প্র মো —(মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে পুল টেকবে না; দুমাস পরেই হোক, আর ছমাস পরেই হোক ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে। যত বেটারা গাড়ির মধ্যে থেকে উঁকি মেরে হাত নাড়া দিয়ে চলে যায়, তারা গৌরীর জল খাবেই খাবে! গৌরী তাদের খাবেনই খাবেন!

হায় —না হে না, ভাঙ্গবে না। শুনিছি ভারি ভারি লোহার থাম পুতেছে।

প্র মো —হুজুর থাম পুতলে কি হবে? ওদিকে যে গোড়া নড়বড়ে—

হায় —নড়বড়ে কি রকম?

প্র মো —শুনেছি পদ্মার কাছে গৌরী গিয়ে নালিশ করেছিল যে পুলের ভার আর সইতে পারি নে, তাতে পদ্মা বলেছেন যে লেস্‌লী সাহেব পুল বেঁধে বেলাত মুখো হন, আমি একদিনে ভেঙ্গে চুরে একেবারে কুমারখালি গিয়ে ধর্বো!

হায় —এতো শুনলেম। জোৎদার বেটারা খৃষ্টান হবে বলে পাদরী সাহেবের কাছে পড়েছিল, তার কি হয়েছে।

প্র মো —হুজুর, খৃষ্টান হওয়া মিছি মিছি। খৃষ্টান হওয়া ওদের কাজ নয় কবে যে গিয়েছিল, সে কোন কাজ পাবার লোভে! ওদের দলের যিনি কর্তা তাঁর কোনোমতেই বিশ্বাস নাই। আসলে যদি ধরেন, তবে তারা সেই এক রকমের লোক! ভাল মানুষ হোলে স্বভাব চরিত্র ওরকম হোত না। দেখ্‌তে সেই লাঙল ঘাড়ে চাষাদের মত দেখায়! মুসলমানের আবার আচার-ব্যাভার? ধর্ম কিছুই নাই—বলতে কি, তারা কোরান কেতাব কিছুই মানে না। কোনো বিদ্যার ধার ধারে না, কেবল বড়াই করে বাড়ির ভেতরে মেয়েদের সাম্‌নে অপরের নিন্দাকর্তে মজ্‌বুদ।

হায় —আমি জানি ওদের দলের যিনি কর্তা তিনি সকল বিষয়েই কর্তা।

প্র মো —হুজুর! কুঠির কর্তা একবার কর্তার বড় কর্তামী বার করেছিলেন। মাথায় ইট চাপানো পর্যন্ত বাকি ছিল না। ওরা—

banglainternet.com banglainternet.com

"যখন দেখে আঁটা আঁটি
তখন কেঁদে ভিজায় মাটি।"

তারপর অমনি চোখ উল্টে বলে ফেলে, তো-তো-তো তোমি কেডা হে?

হায় —সে কথা থাক, আব্দ বিশ্বাসের মকদ্দমার কি হলো?

প্র মো —সে কথা আর কি বল্‌বো? কলিকালে সকলেই গেলো। রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা সাহেবেরা তসবি টিপতে টিপতে হলফ করে হাকিমের সামনে মিছে কথা কইলেন, শুনে অবাক হয়েছি, যে এ বাবাজিদের অসাধ্য কিছু নেই।

হায় —তা তো কইলেন, তারপর?

প্র মো —(ঈষৎ হাস্য করিয়া) এখন যেমন আইন, তেমনি আদালত, টাকার জোরে কিনা হয়, ডিসমিস হয়েছে!

হায় —বেশ হয়েছে! ভদ্রলোকের জাত বাঁচলো। শুনেছিলাম এ মকদ্দমায় বড় যোগাড় হোয়েছিল।

প্র মো —জোগাড় কল্লে কি হবে। অমন বিচক্ষণ হাকিমকে কি কেউ ঠকাতে পারে? হুজুর আর এক কথা শুনেছেন? হিঁদুদের নিকে হোচ্ছে!

হায় —শুনেছি। আমাদের সঙ্গে কি হিঁদুর মেয়ের নিকে হতে পারে না? না বাবা? তার কাজ নেই, পাবনায় সেদিন রাড় কনে আর তার বরকে বাসর ঘরেই পাড়ার হিন্দুরা জুটে পুড়িয়ে ফেল্‌ছিল, ভাগ্যিশ হরিশ ডাক্তার ছিল তাই রক্ষে হোলো! তবে—তবে তো বাবা! একেবারে আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌বে।

প্র মো —সে কথা যাক, এ দিগের কি হোলো?

হায় —আজ যে যোগাড় করেছি তাতো শুনিইছ!

প্র মো —হুজুর আমি শুনেছি সে নাকি গর্ভবতী আছে।

হায় —না হে না, সে কোন কাজের কথা নয়, ও কথা শুনলেম না, আমি কালও দেখেছি, ওসব ভোঁ কথা! আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে মিছিমিছি একটা রটনা কচ্ছে, আমি তাতেই প্রায় ভুলে গেলাম আর কি! একি ছেলের হাতের পিঠে!

প্র মো —(হেঁট মুখে) আপনি দেখেছেন, তাতে কোন কথাই নেই, কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম, যে সত্য সত্যই গর্ভবতী!

হায় —হ'ক তায় ক্ষতি কি?

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

হায় —চালাক দাস! খবর কি? গালভরে চিনি দেব, না দুটো ছিটে টান্‌বে!

চ মো —(কুব্জ হইয়া আঙ্গুলী নাড়িয়া) ছিটে ফোটার কাজ নয়, (নিশ্বাস ত্যাগ) সব দফা রফা—

হায় —সে কি? একেবারেই যে শেষ ক'ল্লে? ব্যাপারখানা কি?

চ মো —কোন মতেই না! সে হাত মুখ নেড়ে কত কি বল্লে! আরো বল্লে, এদের উপর হাকিম থাকত তাহলে এর শোধ নিতেম। কি আশ্চর্য! মেয়েমানুষের এমন কথা! কৃষ্ণমণি আরও অনেক বল্লে, সে কথা এখন বলবো না, আর এক সময় শুন্‌তে পাবেন!

হায় —কি? তার স্বামীকে এনে কান মলা নাক মলা দিচ্ছি, খাড়া করে রেখেছি আর তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মেয়েমানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি! আর বল্‌তে হবে না, আমি সব বুঝতে পেরেছি! আপনি সর্দারদের ডাকুন।

(চতুর্থ মোসাহেবের প্রস্থান)

প্র মো —আপনার উপরে হাকিম দেখাতে চায়, এতদূর বুকের পাটা! আমি—

হায় —এখনই তারে হাকিম দেখাচ্ছি! বড় সতী হোয়েছে! সতীপণা এখনই মালুম পাওয়া যাবে!

(জামাল, কামাল ও চতুর্থ মোসাহেবের প্রবেশ)

জামা —(সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান)

হায় —দেউড়িতে যত সর্দার আছে সব যাও। মোল্লাকো জরুকো পাকাড় লাও। মোল্লাকে ছেড়ে দাও। আমি মোল্লা চাইনে, নূরন্নেহার চাই।

জামা — হুজুর! আমরা চাকর। যে হুকুম করবেন তামিল করবই! কিন্তু শেষে যেন মারা না যাই!

হায় —তোমাদের কি? এর জন্যে যদি আমার সর্বস্ব যায়, তাও স্বীকার,! নূরন্নেহার কেমন সাচ্চা দেখ্‌বো! আর বিলম্ব করো না, এখনই যাও, আর সহ্য হয় না। কি? মেয়েমানুষের এত বড় কথা!

জামা —হুজুরের হুকুম, চল্লেম!

(সেলাম পূর্বক জামাল-কামালের প্রস্থান)

হায় —(কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আর ভাবলে কি হবে, যা অদৃষ্টে থাকে তাই হবে! (তৃ মোসাহেবের প্রতি—) ওহে টান না?

তৃ মো —(গুলি টানিতে আরম্ভ করিল)

গু খো —(আগুন দিতে অগ্রসর)

হায় —শুধু শুধু টান। কেউ গান ধর না—

তৃ মো —আচ্ছা এই ছিটেটা ওড়াই।

গু খো —কর্তা, আমি সারাদিন কিছুই খাই নি।

হায় —কিছুই খাস নি এই যে এত ছিটে খেলি।

গু খো —কর্তা, না জলটুকুও মুখে দিই নি!

banglainternet.com banglainternet.com

ত্ মো —আচ্ছা এই দুটো পয়সা নে, বাজারে জলপান কিনে খেয়ে যা!
(দুটো পয়সা দান)
(সেলাম-পূর্বক গুলিখোরের প্রস্থান)
হায় —একটা গান ধর না।
ত্ মো —আচ্ছা। (মোচে তা দিয়া, একটু চাট খাইয়া) তবে একটা মধ্য গান গাই।

(রাগিণী জঙ্গলা—তাল আড় খেম্‌টা)
যে বলে হয় হাড় কালী সকের ছিটে টানলে পরে
দু'গালে চার চড় লাগাই তার, দেখা পেলে
রাস্তার ধারে।
যে পেয়েছে গুলির মজা, উড়েছে তার নামের ধ্বজা
মনে মনে হয় সে রাজা, যখন আড্ডায় এসে
আড্ডা করে।
দুচার ছিটে উড়িয়ে দিলে চতুর্বর্গ ফলটি ফলে
নবাবজাদা কাছে এলে, কে আর তারে কেয়ার করে?
নয়ন দুটি বুঁজে, ঢুলি যখন মাথা গুজে
স্বর্গ মর্ত দেখি খুঁজে, তেমন মজা নাই সংসারে!
(প্র মো ব্যতিত সকলের উচ্চস্বরে গান)

প্র মো —এই বুঝি তোমাদের মধ্যমান?
ত্ মো —নয় তবে এটা কি? ভায়া ভারি কলোয়াত।
প্র মো —ওরে তোর মাথা! এটা খেম্‌টা আর রাগিণী শঙ্করা।
ত্ মো —কে জানে তোর খেমটা, আর কে জানে তোর শঙ্করা!
হায় —(উচ্চ ভাবে) একটু চুপ কর হে চুপ কর! (উচ্চ স্বরে—)
ওহে তোমরা কি পাগল হোয়েছ? একটু চুপ কর না!
(মোসাহেব পূর্বমত উচ্চরবে তাফ্‌লাক্‌সিন ধিনিতাক)
হায় —(হস্ত দ্বারা বিছানায় আঘাত) চুপ কর না। তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই ওদিকে যে ভয়ানক গোল হচ্ছে! (মোসাহেবগণ নিস্তব্ধ) শুনেছ? বড় গোল হচ্ছে! চল একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক!
সকলে —চলুন, আপনি যাবেন, আমরাও যাচ্ছি!
(উচ্চস্বরে "আল্লা আল্লা" করিয়া)
(নেপথ্যে—উচ্চস্বরে—ছোট বিবি মলেম, সকলের প্রস্থান।
আমায় নিয়ে চল্লো এইবার গেলাম।)
(দ্বিতীয়বার নেপথ্যে। এগোরো নিয়ে গেলরে, তোরা এগোরে, দোহাই মহারাণীর তোরা এগোরে।

banglainternet.com

পটক্ষেপণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কোশলপুর

হায়ওয়ান আলীর বৈঠকখানা

(মোসাহেবগণ, সর্দারগণ এবং হায়ওয়ান আলী নূরন্নেহারের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান। নূরন্নেহার হেট বদনে কম্পিতা)

হায় —কেমন? এখন তো হাতে পড়েছো! এখন আর কে রক্ষা করবে? বাড়িতে বসে বসে যে বলেছিলে, ওর উপরে কি আর হাকিম নেই? কই কাকেও যে দেখতে পাইনে! তোমার সে বাবারা কোথায়? এখন দেখ না! এসে রক্ষা কর না! সতী সতী ক'রে বড় ঢুলে পড়তে! এখন সতীত্ব কোথায় থাকবে? আমার হাতে তো পড়তেই হলো, তবে আর এতো ভিরকুটি কল্লে কেন? আমার ক্ষমতা আছে কি না তাওতো দেখলে? আরও এখনই দেখতে পাবে জান্। এতদিন আমার জান্‌কে এত হয়রান করেছো জান্। এস তার প্রতিফল দিই।
নূর —(সকরুণে) আপনি সব কত্তে পারেন। আমি আপনার প্রজা, আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ! জাত মান রক্ষা করতেও আপনি, প্রাণ রক্ষা করতেও আপনি! আমি আপনার মেয়ে, আপনি আমার বাপ্! (রোদন) আপনিই আমার জাত কুল রক্ষা কোরবেন!
হায় —এইতো কচ্ছি। (নূরন্নেহারকে টানিয়া লইতে উদ্যত)
নূর —(মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া সরোদনে) আমায় ছেড়ে দিন! গলায় কাপড় দে বলছি আমায় ছেড়ে দিন! আমি আপনার মেয়ে! আপনি আমার বাবা! আমার কাপড় অসামাল হলো, কাপড় পড়ি, ছেড়ে দিন।
হায় —(রুমাল দ্বারা মুখ বন্ধন করিতে করিতে) কাপড় নেওয়াচ্ছি!
নূর —(গোশাইতে গোশাইতে) পায় ধ-রি-আমা—
হায় —(মোসাহেবগণ প্রতি) আপনারা দুইজনে হারামজাদীর হাত ধরুন, আমি চুল ধরে টেনে নিচ্ছি!
(ত্ ও চ মোসাহেব বেগে হস্তধারন এবং খাঁ সাহেব কর্তৃক নূরন্নেহারকে ধরে অগ্রসর।)
(প্রস্থান)

দ্বি মো —(ক্ষণচিন্তার পর) হুজুরের যে রাগ দেখ্‌তে পাচ্ছি এতে যে কি করে বসেন, তার নিশ্চয়তা কি। কিন্তু এর ভোগ শেষে ভুগ্‌তেই হবে!
জামা —দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লে আর অদুল কত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরান। এ কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে! কি করি? এর অধীনে থেকে

একেবারে সর্ব্বনাশ হবে! এর তো দিগ-বিদিগ জ্ঞান কিছুই নাই, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার! আজ আবু মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে।

(হায়ওয়ান আলীর পুনঃপ্রবেশ)

হায় —ওহে, তোমরা এখানে কি কচ্ছো? ওদিকে যে—যাওনা এমন দিন—।

প্র মো —আচ্ছা যাই।

(প্রস্থান)

হায় —(সর্দারগণ প্রতি) তোমরা আমায় খুশী করেছো, আমি মনের মতো খুশী কর্বো।

জামা —হুজুর আমরা হুকুম পেলে কাউকে ভয় করিনে, তবে দেখ্‌বেন শেষে যেন একেবারে দয় ডুবে না মরি! সময় বড় খারাপ, সাবেক আমল হলে এতো ভাবতেম না!

হায় —তার জন্যে ভয় কি? মকদ্দমা আছে মামলা আছে কবুল! জামাল ওকে কি রকম ধল্লে?

জামা —আমরা ঐ সেই কোটার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম! কোন মতে আর ফাঁক পাইনে। অনেকক্ষণ পরে কানে আওয়াজ এলো যে, একটু দাঁড়াও আমি বার থেকে আসি। আবার শুনলুম, যাও চাঁদনির রাত ভয় কি? তারপরই দেখি নূরন্নেহার বাইরে এয়েছে! তখন একবার লাফিয়ে ধরে শূন্যে শূন্যে আনতে লাগ্‌লুম! ও কেবল মুখে বল্লে, 'ছোট বিবি মলেম!'..... তারপরই আপনি গিয়েছেন। মোল্লাকে যে রকমে তাড়িয়েছি তা তো দেখেছেন! হুজুর আমরা যেন নষ্ট না হই!

হায় —তোমাদের ভয় কি? টাকার অসাধ্য কি আছে বল দেখি?

জামা —হুজুর! সে যথার্থ, কিন্তু আমরা গরীব সেইটি যেন মনে থাকে।

হায় —মনের মত বখ্‌শিশ করবো।

(প্র মোসাহেবের প্রবেশ)

প্র মো —হুজুর সর্বনাশ হয়েছে।

হায় — কি হলো?

প্র মো —আর কি দেখ্‌ছেন, নূরন্নেহার কেমন কচ্ছে, বুঝি বাঁচে না।

হায় —বটে (এস্তে উঠিয়া)

প্র মো —তার ভাব দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(জামাল-কামাল ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সর্দারগণ অপর দিক দিয়া বেগে পলায়ন।)

জামা —অদৃষ্টে কি জানি কি হয়? গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছেনা।

(হায়ওয়ান আলী মোসাহেবগণের সাহায্যে হাত পা ধরিয়া নূরন্নেহারকে লইয়া প্রবেশ)

হায় —(মাটিতে রাখিয়া) যর্থাথই কি মরে, না ওর সব মিছে? ও কিছুই নয়, ও এক কাপ কোরে রয়েছে!

দ্বি মো —না, না, দেখুন গর্ভবতী যথার্থই ছিল! ঐ দেখুন তলপেট তোলপাড় কচ্ছে!

হায় —(নিকটে যাইয়া বিস্ময়ে) যথার্থ গর্ভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; তলপেট অতো নড়ে কেন?

নূর —(মৃদুস্বরে) হা খোদা! আমার কপালে এই ছিলো! নারী কুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্তে পাল্লেম না। হায় এই জন্যই কি আমার জন্ম হয়েছিল! জন্মেই কেন মরে গেলাম না! তা হলে এতো লাঞ্ছনা সইতে হতো না! কি করি উপায় নাই, এ দুঃখ কাকে জানাব! এমন সময় প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হোলো না! মা বাপের মুখও দেখ্‌তে পেলাম না! প্রতিবেশীরাও আমাকে দেখতে পেলে না! (দীর্ঘশ্বাস) হা খোদা! তোর মনে এই ছিল! জমীদার হয়ে এমন কাজ কল্লে! ধর্মের দিকে চাইলে না! এত কষ্ট কি আর প্রাণে সয়! হায় হায়, এদের দমনকর্তা কি আর কেউ নেই। এদের উপরে কি আর হাকিম নেই! হায় হায়, জাত গেল, দেশ জুড়ে কলঙ্ক হোলো, প্রাণও গেলো, শুধু আমার প্রাণই যে গেল তা নয়। পেটে যে একটা ছিল তারও গেলো। খাঁ সাহেব আপনার মনে এই ছিল এই কল্লেন! খোদা আপনার বিচার কোরবেন! শুনেছি যে মহারানী সকলের উপরে বড়, সাএবদের উপরেও বড়। আমর যেমন তোমার প্রজা তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার কোরবেন না? প্রজার প্রজা বলে কি আর দয়া হবে না? মা! তুমি বেলাতে থাক, তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে কি তুমি আমাদের মা হবে না? মা-আ-মার-আ-মা-সয়না, মা-মা-মা আমি মেয়ে দয়া-কর-তো-পা-য়-(মৃত্যু)

হায় —ওহে, যথার্থ মলো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে? কই আর যে নড়ে না। বুঝি পেটেরটাও মলো! (বুকে হাত দিয়া) এখন উপায়?

(প্র মোসাহেবের প্রস্থান)

দ্বি মো —আর উপায়। তখনইতো বলেছিলাম যা করবেন আগেপাছে বিবেচনা করে কোরবেন। এখনতো খুনের দায়ে ঠেকতে হলো!

banglainternet.com banglainternet.com

হায়	—চুপ্ চুপ্! খুনখুন করোনা! যা হবার তা হোলো, এখন কি করা যায়। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে, বসে বসে ভাবলে আর কি হবে। রাত থাকতে থাকতেই এর একটা উপায় করা চাই।

দ্বি মো	—আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই। আমি একেবারে জ্ঞান-শূন্য হোয়েছি। যা আপনি ভাল বোঝেন করেন।

হায়	—জামাল! তোমার বিবেচনায় কি হয়?

জামা	—আপনি যে হুকুম করেন তাই কোরব। এতে আর আমাদের বিবেচনা কি?

(প্র মোসাহেব এবং নিদ্রোত্থিত বেশে সিরাজ আলীর প্রবেশ)

সিরা	—আরে পাজিরে! এমন কাজ কল্লি? একেবারে হাবু খাঁর নাম ডুবালি? তোর কি কাণ্ডজ্ঞান নাই? চিরকালই কি তোর এইভাবে গেলো? লক্ষীছাড়া আর কি মরবার জায়গা ছিল না? এমন কাজ কি কর্তে হয়? যত গোয়ার একঠাঁই জুটে এই কাজ করেছ। এখন মুখে কথা নাই। তোর জন্য সর্বনাশ হবে! পূর্বপুরুষের নাম গেল, তুই কি একেবারে পাগল হয়েছিস? এখন আর কি বলবো? তোর এ বুদ্ধি কে দিল? (দ্বি মোসাহেবের প্রতি) এখন মুখে কথা নাই। পাজিরা এখন কেউ নেই। সর্বনাশ কল্লি। লুটে পুটে মজালি! রাগ আর বরদাস্ত হয় না—(দ্বি মোসাহেবকে মুষ্ঠাঘাত) তোরাই আমার সর্বনাশ কল্লি। তোদের কুপরামর্শতেই হোয়েছে।

দ্বি মো	—দোহাই আল্লার! কোরানের কিরে। আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, আমি দফায় দফায় মানা করেছি, এমন কাজ কর্বেন না!! তা কি উনি শুনেন, উনিনা একজন!

সিরা	—জামাল। তোরাই সর্ব্বনাশ কল্লি! তুই কি এই বদমাইসদের দলে মিশে গেছিস।

জামা	—কর্তা আমি কি আর কর্বো ? হুকুম কল্লে তো আর আদুল কর্তে পারিনে।

সিরা	—আর সকল বেটারা কোথায়?

জামা	—সকলেই পালিয়েছে।

সিরা	—(উপবেশন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত হেঁট মুখে চিন্তা) হায়! এখন কি হবে? উপায়? বাঁচবার উপায় কি? এখন আর কি সেদিন আছে? এই হাতে কত কাণ্ড করেছি, কতজনের ও কর্ম করেছি, সাবেক কাল হলে আর এত ভাবতে হতো না। পাজিরা শোনেও নাই? আমার বাপজী কুকুর দিয়ে মানুষ খাইয়েছেন! আর আমরাও কত কি করেছি, এখন যে কেন চুপ করে থাকি তা তো তোরা বুঝবি না!

জামা	—তা। বলে আর কি হবে? এখন বাঁচবার পথ দেখা যাক।

সিরা	—এক কাজ করা যাক, রাত শেষ হলে এলো। আর কোন উপায় এখন হয় না। তবে সকলে হাতাহাতি করে ধরে নিয়ে আবু মোল্লার বাড়ির উত্তর দিকে খেজুর বাগানে ফেলে আসা যাক। শেষে নসিবে যা থাকে তাই হবে। ভোর হোল—নেও, নেও উঠ, আর দেরি করো না।

দ্বি মো	— হুজুর যা বল্লেন সেই ভাল! চল আর বিলম্ব করে কাজ নেই। রাত ফর্সা হয়ে এলো! (নেপথ্যে দুবার কুক্কুট ধ্বনি) ঐ হয়েছে, আর রাত নেই ধর ধর—।

সিরা	—জামাল ধর, সকলেই যাচ্ছে!

জামা	—(কোমরে চাদর জড়াইতে জড়াইতে) তবে আর দেরি করা নয়, ভোর হোয়েছে! ঐ সেই পাগল বৈরাগী বেটা গান গাচ্ছে। (কামালের প্রতি) কামাল ধর ভাই, একটা মেয়েমানুষকে নে যেতে আর আর কেউ কেন? আমরা থাকতে বাবুরা হাত দেবেন!

(জামাল-কামাল কর্তৃক শবদেহ লইয়া গমন। পশ্চাতে পশ্চাতে অধোমুখে সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ

(নেপথ্যে গান)

(রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা)

চেতরে চেতরে চিত! এই তো দিন ঘনায়ে এলো
সারা নিশি ঘুমাইলে আর কত ঘুমাবে বল।
মায়াবিনী এই নিশি আসলো ঘুম পড়ানি মাসি।
ভোগা দিয়ে সর্বনাশী, সার কথাটি ভুলিয়ে দিলো!
শিষ্ট যারা নিশিযোগে, রয় কি তারা নিদ্রাযোগে?
মন রেখে সেই পদযুগে, যোগে মজে জেগেছিল!
দুষ্টলোক রেতের বেলা, ঠিক যেন হয় কলির চেলা
কেউ চুরি কেউ কামের খেলা, খুন করে কেউ লুকাইল!

banglainternet.com banglainternet.com

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু মোল্লার খেজুর বাগান

(কনষ্টেবলদ্বয় নূরন্নেহারের শবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্র কন —বাবু যে এতক্ষণও আস্‌ছেন না!

দ্বি কন —উঠতে পাল্লে তো আস্‌বেন!

প্র কন —সে তো আর নতুন নয়।

দ্বি কন —তাতে কি আর নতুন পুরান আছে, বেশি মাত্রা হোলেই দিন কাবার। আবার যে লক্ষী কাঁধে ভর করেছেন তিনি ত—জানই আর কি!

(কাস্তে-বগলে তামাক টানিতে টানিতে দুই চাষার প্রবেশ)

প্র চা এ গাঁয়ে আর বস্তিক্কি হয় না। গেল না' ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে।—জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম ত শুনেছি। এরা যেমন বাবা!

দ্বি চা — মামুজি, কি নকমে মাল্লে?

প্র চা —আমি কি দেখতে গেছি?

দ্বি চা —বুঝিছি বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ির পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়! পাছ দুয়র দিয়ে বাড়িত মদ্দিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জেলা বড় হ্যাকমত করে বলে হ্যাল। উনি তো তার মেয়েকে দেখে সামনেই ঘোরেন, সে বল্লো হুজুর! দিনে মুনিব বলে মানবো, নাত্তিরে অজাগায় দেখলে আর হাকিম বলে ন্যাত ক'র্বো না!

(ইনস্পেক্টরের সহিত আবু মোল্লার প্রবেশ)

ও মামুজি ঐ সাএব (পালাইতে উদ্যত)

ইনি —খাড়া রাও, কাঁহা যাতা হায়?

প্র চা —(হুকা ফেলিয়া করজোড়ে) কর্তা আমরা কিছু জানি নে।

ইনি —(শবের নিকটে যাইয়া) এ মেয়ে লোকটি কে? কি হয়েছে? এ রকম এখানে পড়ে কেন?

প্র চা — মরে গেছে, শুনেছি খুন হোয়েছে!

আবু —ধর্মাবতার! আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমার মাথায় বাড়ি হোয়েছে। হুজুর আমার জাত-কুল-মান সকলি গেল। (সক্রন্দনে) হায় আমার কি হবে?

ইনি —(কনষ্টেবলদের প্রতি) তোমরা কি অবস্থায় দেখেছো!

প্র কন —এই ভাবেই দেখেছি।

ইনি —লাশ উল্টাও।

প্র কন —(ঐ রূপ করিয়া) এই তো দাগ জখম দেখছি।

ইনি —কোথায় কোথায় দাগ জখম আছে দেখ।

প্র কন —হুজুর, এই পিঠে পাছায় গালে দাগ দেখা যাচ্ছে! আর অধোদেশ ফুলো আর থান থান রক্ত।

আবু —হায় হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? (কপালে আঘাত করিয়া) হায়! খোদায় এই করে এই দেখালে।

ইনি — দু'জন কুলি বোলাও।

প্র কন —ঐ দুই ব্যাটাকেই ডাকি।

ইনি —আচ্ছা লে আও। ডাক্তার সাহেবকে লাশ্ পাঠাতে হবে।

প্র চা —কর্তা আমরা মুসলমান, মরা মানুষ ছুঁতে পারবো না!

দ্বি চা —আমাদের জাত যাবে, আমিত পারবো না!

প্র কন — কি? পারবিনে, পার্তেই হবে। (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবি নে, উঠাও লাশ উঠাও!

দ্বি চা —না বাবা! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, আমরা পারবো না!

প্র কন — কি? পারবিনে, পার্তেই হবে। (ঘাড়ে ধরিয়া) শালা পারবিনে উঠাও লাশ উঠাও!

দ্বি চা — না বাবা!! মেরেই ফেল আর কেটেই ফেল, আমরা পারবো না। আমাদের জাত যাবে, এ কাম আমাদের নয়।

প্র কন —(মুষ্টাঘাত করিয়া) নে শালা শুওর কি বাচ্চা—লাশ্ নে।

দ্বি চা —এই নিচ্ছি

(চাষাদ্বয়ের লাশ লইয়া প্রস্থান)

ইনি —জমীদারের পক্ষের লোক কোথায়?

প্র কন —হুজুর! তারা ভয়ে আপনার কাছে আসছে না। গ্রামে আছে, চলুন।

ইনি —আচ্ছা চল—

(সকলের প্রস্থান)

পটক্ষেপণ

banglainternet.com banglainternet.com

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছারি

(ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট ইনস্পেক্টর, কয়েকজন আসামী, আবু মোল্লা এবং উকিল, মোক্তার, দর্শকগণ, আরদালী প্রভৃতি উপস্থিত)

ম্যাজি —নেই, হামি আর সাক্ষী চাহে না।

কো ইন —(নিকটে যাইয়া) আসামীদের পক্ষে আর কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত আছে।

ম্যাজি —নেই, সবুদা হুয়া (ফরিয়াদীর মোক্তারের প্রতি) টোমরা কুছ ছওয়াল হ্যায়?

মোক্তা —ধর্মাবতার! (গাত্রোত্থান)

ম্যাজি —ও হটে পারেনা, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তটা শেষে হতে পারে! (বাদীর মোক্তারের প্রতি) টোমার আর কি আছে?

মোক্তা —(স্কন্ধের চাদর বারে বারে নাড়িয়া এবং মোচে তা দিয়া) ধর্মাবতার! এই মোকদ্দমা বাদী আবু মোল্লা প্রজা। আসামী হায়ওয়ান আলী জমীদার। প্রজা মোল্লার স্ত্রীকে বলপূর্বক ধরিয়া আনা, অত্যাচার করিতে থাকা ও তদহেতু মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ হইতেছে! আর সেই জমীদার, সেই জমীদার আসামী আর কয়েকজন আসামীকে সঙ্গে করিয়া প্রাণভয়ে কোথায় পালাইয়াছে তাহার সন্ধান মাত্র নাই। ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে আসামীগণ সম্পূর্ণরূপে দোষী ও অপরাধী। ধর্মাবতার! খোদাবন্দ! হায়ওয়ান আলী (থুথু ফেলিয়া) থুড়ি হায়ওয়ান আলী খাঁ জমীদার! মফস্বলের প্রজার হর্তা কর্তা মালিক জমীদার তাদের আদালত ফৌজদারীতেই নিষ্পত্য করিয়া থাকে প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্য হক বা না হ'ক আপন নজরের টাকা হলেই হলো! প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই। জমীদার যা বলেন কোন মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না! জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করিয়া দেন। আর ইহাও অপ্রকাশ নয় যে—

ম্যাজি —চুপ চুপ আসল কথা বল—

মোক্তা —খোদাবন্দ ধর্মাবতার। এই মকদ্দমায় জমীদার স্বয়ং আসামী, সুতরাং প্রমাণ হওয়াই দায়। তবে যে হজুর এন্দুর হয়েছে সে কেবল সত্যি ঘটনা বরেই হয়েছে। নতুবা গরীবের সাধ্যি কি যে মকদ্দমা করে। হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন—(রায় দর্শনে) ইতিপূর্বে—সাহেবজাদা হাকিমের আমলে

এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরানে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন সে আমি বল্‌তে চাইনে! ধর্মাবতার, ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে! প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে।

(উপবেশন)

উকিল —ধর্মাবতার! মোক্তার মহাশয় যে এতক্ষণ পর্যন্ত বকে গেলেন, এ মকদ্দমার সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিছুই বলেন নাই। জমীদার এমন করে—জমীদার প্রজার প্রতি দৌরাত্ম্য করে—জমীদার প্রজার সর্বস্ব হরণ করে—সে কথা এ মকদ্দমায় কিছু মাত্র সংশ্রব নাই। হায়ওয়ান আলী কি করিয়া দোষী হইতে পারে,—তিনি অতি ধনবান, বিশেষত বিচক্ষণ ধর্ম-পরায়ণ, বয়স এ পর্যন্ত ৪০ বৎসর হয় নাই। তার দ্বারা এমন কাজ হওয়া সম্ভব হয় না। কেবল মনোবাদ সাধন জন্য এই মিথ্যা নালিশ উপস্থিত হয়েছে! কোন সাক্ষীতেই এমন স্পষ্ট প্রমাণ দেয় নাই, যে আমার মক্কেল নূরন্নেহার আওরতকে জবরান বলৎকার করেছেন, আর সেই বলৎকারে তার প্রাণ বিয়োগ হ'য়েছে। ফরিয়াদী আবু মোল্লা বড় ফেরেববাজ!

আবু —(গলবস্ত্রে অগ্রসর হইয়া) ধর্মাবতার, আমি নিতান্ত গরীব; আমার সাধ্য কি যে জমীদারের নামে মিছে মকদ্দমা করি? হুজুর সে—

ম্যাজি —চুপ্ চুপ্ (কোর্ট সাব-ইনস্পেক্টরের প্রতি) দারোগা রিপোর্ট পড়।

কো ইন —(রিপোর্ট পাঠ আরম্ভ) ফরিয়াদীর স্ত্রী নূরন্নেহার আওরতের মৃতদেহ দৃষ্টে ও সাক্ষী হামছায়াগণের বাচনিক জবানবন্দীতে ও তজিউদ্দিন আসামীর স্বীকৃত জওয়াবের মর্মে ও তাহার সন্ধানে বাদীর বাসস্থান গ্রামের তালুকদার ১নং আসামী হায়ওয়ান আলী ও তস্যভ্রাতা সিরাজ আলীর সহিত ঐ গ্রামের আংশিক তালুকদার কাতলমরিয়া নিবাসী লালবিহারী সাহার জমিজমা লইয়া বিবাদ ও মনোবাদ হওয়ায় ছায়েল মজকুর ঐ খাঁ দিগের আশ্রিত লোক থাকিয়া এদানিক তাহাদের অসম্মতিতে সাহাদের অনুগত ও বাধ্য হওয়ায় হায়ওয়ান আলী অতি দুষ্ট স্বভাবের মানুষ্য বিশেষ উক্ত মনোবাদে বাদীকে নির্যাতন ও স্বীয় কু-প্রবৃত্তি সাধনের জন্য আপন চাকর ও বাধ্যানুগত ২নং হইতে ১৮ নং প্রতিবাদীগণের সহিত জোটবদ্ধ হইয়া অমুখ তারিখে অধিক রাত্রে ফরিয়াদীর প্রতিবাদী ২নং আসামীর বাটীর নিকটে থাকিয়া ছায়েলের স্ত্রী প্রস্রাব করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে তাহাকে বল-পূর্বক ধৃত করিলে ঐ স্ত্রী সোর করাতে বাদী প্রভৃতি বাহির হইয়া সোর করায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা হটাইয়া স্ত্রী মজকুরার মুখাদি বন্ধ করিয়া শূন্য ভাবে আপন বাহির

banglainternet.com banglainternet.com

বাটীর পূর্বদারী বৈঠকখানা ঘরের মধ্যে লইয়া ও মুখবন্ধ করিয়া ও নানামত অত্যাচার করিয়া কষ্ট দিয়া হত্যা করা স্পষ্ট প্রমাণ ও প্রকাশ পাইলেক যে ২নং হইতে ১০ আসামীগণ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২/৩৫৪/৩০২/ ৩৬৭ ধারার অপরাধক্রমে ধৃত হইয়া ইত্যাগ্রে ফৌজদারি আদালতে চালান হইয়াছে ১নং প্রধান আসামী ও ১১ নং হইতে ১৮ নং আসামীগণ বাড়ি ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করায় অনেক তাল্লাসে এ যাবৎ তাহাদিগকে প্রাপ্ত না হইয়া স্থানে স্থানে সন্ধানী লোক প্রেরণ করত ধৃত করার পক্ষে যথোচিত চেষ্টা থাকিয়া কারামসহ আবশ্যকীয় সাক্ষীগণকে হুজুরে পাঠান হইল আর সিরাজ আলী মজকুর অপরাধী দ্বারায় বাদীর স্ত্রীর মৃতদেহ বাগানে ফেলিয়া রাখা অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের ২০২ ধারার অপরাধ করা প্রকাশ ও সেজন্য জামানত থাকাতে তাহার গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট হওয়ার জন্য কোর্ট ইনস্পেক্টর মহাশয় দ্বারা প্রার্থনা করিয়া বিদিতার্থ নিবেদিলেক হুজুর মালিক নিবেদন ইতি। সন তারিখ মাস।

ম্যাজি —ডাক্তার সাহেবের সার্টিফিকেট কোথায়?

কো ইনি —নথিতেই আছে।

ম্যাজি —(নথি উল্টাইয়া দেখেন, কিছুকাল পরে রায় লিখিতে আরম্ভ এবং কোর্ট ইনস্পেক্টর দ্বারা পাঠ)

কো ইনি —হুজুর হইল যে গরহাজিরা আসামীগণের নামে ওয়ারিন করিয়া গ্রেপ্তার হয় আর হাজিরা চালানী আসামীগণ'কে দায়রা সোপর্দ করা গেল। সন তারিখ মাস।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসপুর জিলার সেসন আদালত

[দায়রা বিচার]

[জজ, বাদী-উকিল, ব্যারিস্টার, আসামী, সাক্ষী, পেস্কার, আরদালী, জুরীগণ ও দর্শকগণ]

পেস্কা —(জজের নিকট গিয়া) হুজুর জুরীর সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই, একজন গরহাজির।

জজ —ডেকে আনতে পারো।

পেস্কা —(দর্শকগণ মধ্যে একজনকে সঙ্কেতে ডাকেন) আপনি এদিকে আসুন।

দর্শক —(নিকটে যাইয়া) বলুন।

পেস্কা —আপনি জুরী হ'তে পারেন?

জজ —আপনি কে আছে?

দর্শক —খোদাবন্দ– আমি—আমি (জোড়হাত) না না খোদাবন্দ, কিছু কসুর নাই আমি জলপান খাচ্ছি (বস্ত্র হইতে চিড়ামুড়কি পতন)।

জজ —নেই টোমার জুরি হ'টে হবে।

দর্শক —দোহাই ধর্মাবতার আমার কোনো কসুর নাই, আমি কিছু ঘাট করি নাই, আমি কোষ্টা কিত্তে যাচ্ছি। পথে শুনলাম যে আবু মোল্লার বৌয়ের খুনীর বিচার হচ্ছে। হুজুর! তাই আমি দেখতে এয়েছি! ধর্মাবতার! ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি আর কিছু জানিনে হুজুর! দোহাই ধর্ম!—

জজ —নেই নেই হাম টুমকো জুরী করেগা। টোমারা ক্যা নাম? (গাত্রোত্থান পূর্বক শিশ্ দিয়া তুড়ি এবং ভঙ্গি করিয়া নৃত্য)

দর্শক —(সক্রন্দনে) হুজুর দেশের মালিক যা মনে করেন তাই কর্তে পারেন কিন্তু আমি কিছুই জানি না।

জজ —(ব্যঙ্গ ভঙ্গিতে) টোমারা নাম ক্যা হায়?

দর্শক —(সরোদনে করজোড়ে) আরজান বেপারী হুজুর! খোদাবন্দ—

জজ —টোম ঐ চেয়ার মে বৈঠো।

আর —(বেগে পলায়নোদ্যত)

জজ —পাক্‌ড়ো পাকড়ো (আরদালী কর্তৃক ধৃত হইয়া চেয়ারে বসান)।

আর —(চেয়ারের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া) হুজুর! আমি কিছু জানিনা, সকলকে জিজাসা করুন আমি কিছু জানি না!

জজ —চুপ রাও।

আর —এই বারই গেলুম! (নিস্তব্ধ)

পেস্কা —(জজ সাহেবের নিকট করজোড়ে) হুজুর! ছাপাই সাক্ষী আরও দু'জন আছে।

banglainternet.com banglainternet.com

জজ —লে আও।

পেস্কা —(আরদালী প্রতি) জীতু মোল্লা সাক্ষীকে ডাক।

(আদালত রীতিমত আরদালী দ্বারা তিনবার ফোকরান।)

জীতু —আমার নাম জীতু মোল্লা, বাপের নাম কেদু মোল্লা, বয়স ৬০/ ৭০ বৎসর, মোল্লাকি ব্যবসা।

জজ —মোল্লাকি কি?

জীতু —কোরান পড়ে আমার মুরিদকে শোনাই, দুটো আহেরের কথা কই যাতে দীন দুনিয়ার ভালাই হবে! বিয়ে সাদীর কলমা পড়াই, মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা দেই, আর মুগরী জবাই করি। হুজুর এই সকল আমার কাজ—

জজ —(গাত্রোত্থান করিয়া) টুমি এ মকদ্দমার কি জানে?

জীতু —হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত কতেছে আমি সেদিন আবু মোল্লার খান্‌কা ঘরে বসে সারা রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি; নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়ি না।

জজ —টুমি ঘুম পাড়ো না তবে কি কর?

জীতু —সারা রাত জেগে আল্লার কাছে রোনা পিট্‌না করি।

ব্যারি —নেই ওবাত নেই, টুম কুচ গোলমাল শুনা হ্যায়।

পেস্কা —হাকিম জিজ্ঞাসা কচ্ছেন সে রাত্রে তুমি কোনো গোলমাল শুনেছিলে।

জীতু —সে রাত্রে কোন গোল হয় নাই। এ সকল কেবল মিছে করে আবু মোল্লা এদের রটিয়েছে।

ব্যারি —টুমি মক্কামে গিয়া?

জীতু —জনাব! গেছলাম! আমি চারবার অজ করেছি।

ব্যারি —মোল্লার জরু কি রকম মরেছে টুমি তার কিছু জান?

জীতু —জানবোনা ক্যা? আবুই মারতে মারতে এহেবারে খুন করেছে।

ব্যারি —আবু কেউ মারা?

জীতু —ও নাহি কার সঙ্গে কথা কইল।

ব্যারি —হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে?

জীতু —(তসবি ছুঁইয়া কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দীনদার, বড় দাতা; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।

ব্যারি —হায়ওয়ান আলী নূরন্নেহারকে মারিয়াছে?

জীতু —(দুই গালে হাত দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ কর্তে পারে, তা কহনো হবার নয়।

ব্যারি —আচ্ছা টুমি যাও।

(কলম ছুঁইয়া জীতুর প্রস্থান)

(নামাবলী গায় কৌপিন এবং বহির্বাস পরিধান, সর্বাঙ্গে তিলক ছাপা, হস্তে-গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুড়জালী, কক্ষে ঝুলি, হরিনাম জপ করিতে করিতে দ্বিতীয় সাক্ষী হরিদাসের প্রবেশ ও পূর্বমত হলফ পাঠ)

হরি —আমার নাম হরিদাস, পিতার নাম ঠাকুরদাস, বয়স ৪০/৫০ বৎসর। আমি বৈরাগী, ভিক্ষা করি।

ব্যারি —আবু মোল্লার স্ত্রীকে কে খুন করিয়াছে টুমি জানে?

হরি —(মালা টিপিতে টিপিতে) রাধেকৃষ্ণ। আমি কিছুই জানি নে!

ব্যারি —কিছু শুনিয়াছো?

হরি —শুনেছি হুজুর!

ব্যারি —ক্যা শুনা হ্যায়!

হরি —হরিবোল। হরিবোল! শুনেছি আবু মোল্লাই মেরে ফেলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ! হরিবোল! হরিবোল।

ব্যারি —আবু মোল্লা কেমন লোক?

হরি —হুজুর সে বড় ফেরেববাজ, একদিন আমি—

জজ —তুমি কি? ফেরেব করিয়াছে (উচ্চহাস্য করিয়া পূর্ববৎ তুরি ও শিষ দিয়া নৃত্য এবং ইংরেজি গান করিয়া দর্শকগণের প্রতি দৃষ্টি করত হাস্য পূর্বক উপবেশন) তুমি একদিন তুমি কি—?

হরি —হুজুর! একদিন আমি ভিক্ষা কর্তে ওদের বাড়িতে গেছিলুম। ফাঁকি দিয়ে আমার ঝোলা দেখি ব'লে কেড়ে নিয়ে চালগুলো ঢেলে নিলে; শেষে ঝোলাটা পায়ে পড়ে চেয়ে নিলুম। ও বেটা বড় ফেরেববাজ। ওর জ্বালায় গাঁয়ের লোক জ্বলে ম'লো। রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ!

ব্যারি —মোল্লা স্ত্রী চরিত্র কেমন ছিলো?

হরি —(দুই কানে হাত দিয়া) রাধে গোবিন্দ। আমার মুখ দিয়ে সে কথা বেরোবে না– (দীর্ঘশ্বাস) মেরে ফেলেছে কি জন্য– দীনবন্ধু!

ব্যারি —এই আসামীরা কেমন লোক?

হরি —বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক বড় ধার্মিক, গরীব লোকের প্রতি ভারি দয়া! আমার বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়িতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন!

বা উ —তোমার বৈষ্ণবীর নাম কি?

হরি —কৃষ্ণমণি।

বা উ —হুজুর সেই কৃষ্ণমণি—

জজ —হাঁ হাঁ। আমি জানে। (ডাক্তার কানিংহাম সাহেবের প্রবেশ)

জজ —How are you?

ডাক্তা —Thanks! Quite well.

জজ —Please take your seat. How is Mrs. Cuninghum? I have not seen her for a long time. (মৃদুস্বরে) More than six months.

banglainternet.com banglainternet.com

ডাক্তা —Thanks! She is in delicate state and this is the seventh months.

জজ —Oh! (ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অধোবদনে লিখনীতে দস্তখত) Do you like to go soon?

ডাক্তা —Yes, she is alone.

জজ —(আসামীর ব্যারিষ্টারের প্রতি) Dr. Cuninghum is in hurry and I think it is better to take his disposition first.

ব্যারি —Yes, I have no objection.

বা উ —(দণ্ডায়মান পূর্বক) হুজুর! হরিদাস সাক্ষীর প্রতি আমার সওয়াল আছে!

জজ —Wait, wait (ঈষৎ ক্রোধে) Baboo can't you wait? (মৃদুস্বরে) Natives! Let me take Dr. Cuninghum's disposition first.

(বাদীর উকিলের নিঃশব্দে চেয়ারে উপবেশন ;
ডাক্তার সাহেবের হস্তে জজের বাইবেল দান)

ডাক্তা —(বাইবেল চুম্বন পূর্বক) My name is F. B. Cuninghum; aged 72 years. I am the G. surgeon of Bensaff district. I made the post-mortem examination of the body of Nooren Nehar, a healthy good looking woman, aged about twenty years, sent by the officer-in-charge of Dharmasala police station. No marks of external violence except on the genetal, profuse discharge of blood from this said part; the lungs highly conjested on digesting away the skin of throat, extra-vasation of blood observed, all other organs found healthy. (ত্রস্তভাবে) In my opinion she must have died of sanguineous apoplexy of the brain.

জজ —(মৃদুস্বরে) Must be brain disease, (বাদীর উকিলের প্রতি) টোমার কুছ আছে?–

বা উ —ডাক্তার সাহেব জবানবন্দী দিলেন ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ হচ্ছে যে স্ত্রীলোকটির অধোদেশ হইতে রক্ত নির্গত এবং গলার চর্মের নিচে রক্ত জমা হইয়াছিল, ঐ কারণে কি " ব্রেন ডিজিজে" মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা?

জজ —হাঁ। কেন হোবে না? ডাক্তার সাহেব কহিতেছেন; হোবে হোবে।

বা উ —হুজুর একবার ডাক্তার সাহেবকে ঐ সওয়ালটা জিজ্ঞাসা করা উচিত।

জজ —(বিরক্তি সহকারে মৃদুস্বরে) ছুট! (ডাক্তার সাহেবের প্রতি) Is it possible that profuse discharge of the blood from the abdomen and extravasation of blood beneath the skin of the throat, can produce sanguineous apoplexy of the brain?

ডাক্তা —(উচ্চহাস্য পূর্ব্বক) হা হা হা! If fever can produce enlargement of the spleen, then why not the sob of blood will produce sanguineous apoplexy of the brain?

জজ —আর কিছু সওয়াল আছে?

বা উ —হুজুর ম্যাডিক্যাল সায়েন্স ভাল বুঝি না। আর কোন সওয়াল নাই! (উপবেশন)

জজ —(ব্যারিষ্টারের প্রতি) Have you anything to ask Dr. Cuninghum?

ব্যারি —(আশ্চর্য) To whom? To Dr. Cuninghum?

জজ —Yes !

ব্যারি —Certainly not, he is perfectly right.

জজ —(ডাক্তারের প্রতি) Then you can go, give my compliments to Mrs. Cuninghum.

ডাক্তা —Thanks.

(প্রস্থান)

ব্যারি —(হরিদাসের প্রতি) তুমি কোন্ কোন্ তীর্থ দেখেছ?

হরি —গয়া, কাশী, পেড়ো আর কত তার নামও জানি নে।

জজ —(ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক) টুমি লেখাপড়া জানে?

হরি —নাম সই কর্তে পারি।

জজ — আচ্ছা দস্তখত কর। [নাম সই করিয়া হরির প্রস্থান] (বাদীর উকিলের প্রতি) বাবু আপনি এইক্ষণে বক্তৃতা করুন।

(পাঁচ মিনিট কাল উকিলের বাংলা বক্তৃতা)
[পনেরো মিনিটকাল ব্যারিষ্টারের ইংরেজী বক্তৃতা]

আবু —দোহাই ধর্মাবতার—আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে—বড় দৌরাত্ম্য হয়েছে।

ব্যারি —টুমি চোপরাও—

আবু —আমার বাড়ি-ঘর সব গেছে, জাতও গেছে হুজুর; আমার কিছু নাই; (ক্রন্দন) আমার সর্বনাশ হয়েছে।

জজ —চুপ্ রাও।

আবু —দোহাই ধর্মাবতার! আমার প্রতি বড় অন্যায় হয়েছে— আমি নিতান্ত গরীব!

জজ —চুপ রাও (কিঞ্চিৎ পরে জুরিগণের প্রতি) Is this case guilty or not?

জুরি —(যথাস্থানে এক ঐক্য হইয়া) Not guilty.

ব্যারি —(হো হো শব্দে হাস্যপূর্ব্বক পুস্তকাদি টেবিল হইতে হস্তে ধারণ এবং জজের একটু খোসামোদ)।

জজ —(রায় লিখিতে আরম্ভ ও ক্ষণকাল পরে দণ্ডায়মান হইয়া) ডিসমিস— আসামীগণ খালাস! (হাতে তুড়ি দিয়া নৃত্য)।

ব্যারি —(হাস্য করিয়া) সেকহ্যান্ড!

banglainternet.com banglainternet.com

উপসংহার

[নটীর প্রবেশ]

নটী —(স্বগত) হায় হায় একি হলো? হা ভগবান তুমি কোথায়?
হায় হায় এ জগতে অর্থই সকল দোষের মূল!
হায়রে পাতকী অর্থ! তোর লাগি ভবে
শুধু তোর লাগি ঘটে যত অত্যাহিত!
অবলা অমূল্য রত্ন সতীত্ব রতন,
হরিল দুর্মতি পাপ—পাষণ্ড বর্বর
জমীদার! ধর্মাসনে হোল না বিচার!
কারে কই মনো দুঃখ কারে বা জানাই
এ বারতা? শোক সিন্ধু উথলিছে মনে—
কারে বা জানাই? কেন কেন এ জিজ্ঞাসা?
দুজন জিজ্ঞাসা পাত্র সম্মুখে আমার—
জানাইব তাঁরে যিনি সর্বনেত্রবান
সর্বদর্শী মহেশ্বর জগত—কারণ
সর্বময় সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশাস্তা বিভু
ত্রৈলোক্য— ঈশ্বর যিনি, পরম ঈশ্বর—
অনুগত ধর্ম যারা সদা আজ্ঞাবহ,
তারে বিজ্ঞাপিব লোক মনে যত আছে—
এই ভাবে জিজ্ঞাসিব কহ কহ দেব
হবে না কি দরিদ্রের এ দুঃখ মোচন?
রবে না কি অবলার সতীত্ব রতন?
আরো বিজ্ঞাপিব শোকে কাঁদি তার কাছে
ঈশ্বর প্রসাদে যিনি ভারতেশ্বরী
যাচিব কেবল ভিক্ষা ডাকি বার বার
কর মা কর মা দীনে কর মা নিস্তার!

সঙ্গীত

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

কাতরে ডাকি মা তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি—
থাক মা সাগর পারে কভু হেরি তোমারে
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে, বিনয়ে মিনতি করি—
অবলা সরলা সতী তাহে ছিল গর্ভবতী
সে সতীর এ দুর্গতি, উহ মরি মরি—
সবল দুর্বল পরে হেন অত্যাচার করে?
রক্ষ মা দীন প্রজারে, মা তোমার চরণে ধরি—
দয়া মমতা পালিনী প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
দীন দুঃখী নাশিনী, মা তুমি শুভঙ্করী;
জননী বলিয়া ডাকি শুন সিন্ধু পারে থাকি
করুণা কটাক্ষ রাখি; তর মা ভারতেশ্বরী।

নট —প্রিয়ে! আর দুঃখ ক'রে কি হবে? আমাদের কথা কে শুনে? আর কেইবা আমাদের দুঃখে দুঃখিত হয়? হায়! চোখের উপর এমন অন্যায় হলো? হায়! হায়! দিনে দুপুরে ডাকাতি হলো! দীনহীন প্রজার ধন-মান-প্রাণ পর্যন্ত গেলো তার প্রতিশোধ পর্যন্ত হলো না। (ক্ষণকাল চিন্তা) যাক্ আমাদের আর সেকথায় কাজ নেই! আমাদের কথায় কেবা কান দেয়?

নটী —বলেন কি? আমাদের এ কান্না কি কেউ শুনবে না। গরীবের প্রতি কি কেউ নজর করবেন না?

[দীনবেশে ক্রন্দন করিতে করিতে আবু মোল্লার প্রবেশ]

নট —আবার কি হয়েছে? উঃ! কি ভয়ানক!

আবু —আমার সর্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমায় জিতে আমার বাড়ি ঘর ভেঙ্গে চুরে মানেওয়ারন করে ফেলেছে। আমাদের আর দাঁড়াবার লক্ষ্য নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধন-মান-প্রাণ সকলই গেলো, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলই লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্নবস্ত্র কিছুই নাই! (ক্রন্দন)

banglainternet.com banglainternet.com

নট —নির্দয়! কি নিষ্ঠুর!!

নট ও নটী —(উভয়ের দুঃখিত স্বরে সঙ্গীত)

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা]

উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি—
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে মুখকর
নাশিবে তমঘোর, ঘোরঅন্ধকার হেরি?
ওহে বিপদ বারণ কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি;
তুমি দেব সর্বময়— কাতরে করুণাময়
নাশ কর দীনভয়,—শ্রীপদ কমলে ধরি—

যবনিকা পতন

banglainternet.com